২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক ধাপে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দেশের ২০টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে কয়েক ধাপে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এই ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ হাজার ১০৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন ফি ৫০০ টাকা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসার আগেই এই ফি পরিশোধ করতে হবে। আবেদনকারীর যোগ্যতা যাচাই-বাছাইয়ের পর পরীক্ষার জন্য মনোনীত হলে প্রার্থীর মোবাইল ফোনে যাবে এসএমএস। গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সভায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভা শেষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য এবং কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান জানান, করোনার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত পরীক্ষার আয়োজন সম্ভব নয়। এ জন্য কবে নাগাদ পরীক্ষা শুরু করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধাপে ধাপে ভর্তি পরীক্ষা আয়োজন করা হবে। গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষার আবেদন ফি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক ধাপে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পর পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠানো হবে। পরীক্ষার জন্য ২০টি বিভাগ পছন্দ করার অপশন থাকবে।

একসঙ্গে সব পরীক্ষার্থীর ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে না জানিয়ে ড. মিজানুর বলেন, ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যত আসনে বসার মতো সুযোগ থাকবে, তত শিক্ষার্থীকে এসএমএস দিয়ে ডাকা হবে। এভাবে কয়েকটি ধাপে এমসিকিউ পদ্ধতিতে নেওয়া হবে পরীক্ষা। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে এক। ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। ইতোমধ্যে আবেদন যাচাই-বাছাই করতে আলাদা ৫টি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এদিকে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করতে আগামী সপ্তাহে সভায় বসার তথ্য জানিয়েছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ। বিষয়টি নিশ্চিত করে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম শেখ বলেন, পরীক্ষা সংক্রান্ত সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে কবে, কোথায় পরীক্ষা আয়োজন হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আগামী সপ্তাহে পরিষদের সভায় এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পদার্থ, রসায়ন এবং আইসিটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, অ্যাকাউন্টিং, বিজনেস অর্গানাইজেশন ও ম্যানেজমেন্ট এবং আইসিটি বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। আর মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা, ইংরেজি এবং আইসিটি বিষয়ের ওপর প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে হবে।

তবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, যেহেতু এবার সবাই পাস করেছে, সেজন্য সবার হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্ভব হবে না। সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে তাও তো নয়। আমাদের আরও নানা রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার অনেক জায়গা আছে। সেখানে জায়গা খালি থাকে, কিন্তু আমরা শিক্ষার্থী পাই না। এবার আশা করি সেদিকে অনেকেই যেতে উদ্বুদ্ধ হবে। এটা তাদের জন্যও ভালো, দেশের জন্যও ভালো।

২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের যোগ্যতা : গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষায় ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের মোট জিপিএ ৭ (চতুর্থ বিষয় ছাড়া), ব্যবসায় শিক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের মোট জিপিএ ৬.৫ (চতুর্থ বিষয় ছাড়া) এবং মানবিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের মোট জিপিএ ৬ (চতুর্থ বিষয় ছাড়া) নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থীদের জন্য পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ২০ নম্বর, রসায়নে ২০, জীববিজ্ঞান, গণিত এবং আইসিটি মিলে ৪০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। জীববিজ্ঞান, আইসিটি ও গণিতের মধ্যে যে কোনো দুটি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে। আর বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ১০ নম্বর করে মোট ২০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। বাণিজ্য বিভাগের জন্য হিসাববিজ্ঞানে ২৫ নম্বর, বিজনেস অর্গানাইজেশন ও ম্যানেজমেন্টে ২৫, আইসিটিতে ২৫, বাংলায় ১৩ এবং ইংরেজি বিষয়ে ১২ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। আর মানবিক বিভাগে বাংলায় ৪০, ইংরেজিতে ৩৫ এবং আইসিটি বিষয়ে ২৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।